চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

পাহাড়তলী ওয়ার্ডে মাদক,সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী সমাবেশে মেয়র
মাদকের প্রভাবে নষ্ঠ হতে থাকে
আমাদের সকল সম্ভাবনার দুয়ার

চট্টগ্রাম-১৮ মার্চ-২০১৯

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আলহাজ্ব আ.জ.ম.নাছির উদ্দীন বলেছেন বাবা-মায়ের আন্তরিক আচরণই পারে সন্তানদের মাদক থেকে দূরে রাখতে এবং একটি সুস্থ ও উদ্যমী তরুণ সমাজ গড়ে তুলতে। মাদকদ্রব্য থেকে তরুণদের দূরে রাখতে সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করতে হবে তার পরিবারকে। সন্তান কার সাথে মেলামেশা করছে তা নিশ্চিত করাও বাবা-মায়ের অন্যতম দায়িত্ব। তিনি আজ সোমবার সকালে পাহাড়তলী ওয়ার্ডের উদ্যোগে টাইগারপাস বহুমুখি উচ্চ বিদ্যালয়ে মাদক,সন্ত্রাস,জঙ্গিবাদ ও দুর্নীতি বিরোধী সমাবেশে একথা বলেন। ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোহাম্মদ হোসেন হিরণ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ভ্যাটেনারী এনিমেল এন্ড সায়েন্স এর ভিসি অধ্যাপক গৌতম বুদ্ধ দাশ, চসিক আইন শৃংখলা স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি কাউন্সিলর এইচ.এম.সোহেল, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর আবিদা আজাদ, চসিক নিবার্হী ম্যাজিষ্টেট আফিয়া আকতার,স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট জাহানারা ফেরদৌস। এতে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন টাইগারপাস বহুমুখি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মোজাম্মেল হক, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদ ভূইয়া, সাধারণ সম্পাদক কায়সার মালীক, সাবেক কাউন্সিলর রফিকুল ইসলাম, সাবেক পুলিশ সুপার আল্লাহ বক্স, শিক্ষা বোর্ডের সাবেক উপ সচিব প্রফেসর ফরমজুল হক, রেল শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, তালিমুল কোরান কমপ্লেক্সের চেয়ারম্যান মাওলানা আবু তৈয়ব, মো. মহসিন, বাবু মৃনাল কান্তি দাশ প্রমূখ। সিটি মেয়র আরো বলেন বর্তমানে অনেক তরুণ-তরুণী মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে। যা আমাদের সকলকে ভাবিয়ে তুলছে। মাদক শারীরিক ক্ষতিই নয়,মাদক ধীরে ধীরে আমাদের আর্থিক ও মানসিক অবস্থারও ক্ষতিসাধন করে থাকে। মাদকের প্রভাবে নষ্ঠ হতে থাকে আমাদের সকল সম্ভাবনার দুয়ার। যে সম্ভাবনা নিয়ে একজন তরুণের পথচলা শুরু হয়,মাদকের কারণে ব্যাহত হয় সেই সম্ভাবনা। মাদকের কারণে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কগুলোও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। জঙ্গিবাদ,সন্তাস ও দুর্নীতির কথা উল্লেখ করে সিটি মেয়র বলেন এগুলো সমাজের মরণ ব্যাধি। দেশকে এই ব্যাধি থেকে মুক্ত করতে হবে। তাই সমাজের সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। এই প্রসংগে মেয়র বলেন এদেশে আমরা জম্মগ্রহন করেছি। এটা আমাদের প্রানপ্রিয় দেশ। আমাদের মধ্যে ধর্ম,বর্ণ,ও রাজনীতিতে বিভেদ থাকবে এটা নিষ্ঠুর বাস্তবতা। এর বাইরে আমরা এদেশের নাগরিক। এদেশকে বসবাসযোগ্য ও বিশ্বমানের গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের সবার। একে সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে গড়ে তোলার সরকারে একার পক্ষে সম্ভব নয়। সকল নাগরিককে অর্থবহ দায়িত্ব পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে সমাজের মরণ ব্যাধি মাদক,সন্ত্রাস,জঙ্গিবাদ এবং দুনীতির হাত থেকে দেশের যুব সমাজকে মুক্ত করতে হবে। তিনি চট্টগ্রামে সন্ত্রাস,জঙ্গিবাদ,মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী সমাবেশে কথা উল্লেখ করে বলেন দেশের আনাচে-কানাচে মাদক,সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ লেলিহান শিখা যখন ছড়িয়ে পড়ছে,তখনতো স্থানীয় সরকারের একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সিটি কর্পোরেশন চুপ-চাপ করে বসে থাকতে পারে না। তাই জনগুরুত্ব ও বিবেকের তাড়নায় ২০১৭ সালে ওয়ার্ড ভিত্তিক সন্ত্রাস,জঙ্গিবাদ ও মাদকের বিরুদ্ধে সভা - সমাবেশ শুরু করি। এখন পর্যন্ত ৩১টি ওয়ার্ডে সন্ত্রাস,জঙ্গিবাদ ও মাদকের বিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সংশ্লিষ্ঠ ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে আহবায়ক করে সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর, রাজনীতিক, প্রকৌশলী, ডাক্তার, শিক্ষক, মসজিদের ইমাম,পুরোহিতসহ সর্বস্তরের জনগনকে নিয়ে এ কমিটি গঠনের আহবান জানান মেয়র।

নালা নর্দমায় ময়লা আর্বজনা না ফেলার অনুরোধ মেয়রের
সাত দিনে দশ ওয়ার্ড থেকে ১৫শত ৫৫টন
মাটি উত্তোলন করলো চসিক।

চট্টগ্রাম -১৮ মার্চ -২০১৯ ইংরেজী ঃ

আসন্ন বর্ষা মৌসুমের পুর্বে নগরীর জলাবদ্ধতা রোধকল্পে জরুরী ভিত্তিতে সকল ওয়ার্ডের ভরাট নালা-নর্দমাসমুহ হতে মাটি-আর্বজনা উত্তোলন বিশেষ ক্রাশ প্রোগাম অব্যহত রেখেছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। ১১ মার্চ নগরীর দেওয়ান বাজার ওয়ার্ড-এ এই কর্মসুচি উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আলহাজ্ব আ.জ.ম.নাছির উদ্দীন। এই ক্রাশ প্রোগ্রাম নগরী ৪১টি ওয়ার্ডে আগামী ১১ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে।চসিকের নিজস্ব জনবল দিয়ে প্রতিদিন এক সংগে পাঁচ ওয়ার্ডে এই কর্মসুচি পরিচালিত হচ্ছে। এতে নিয়োজিত রয়েছে ২শতো ৫০জন শ্রমিক। কর্মসুচি অনুযায়ী প্রতিটি ওয়ার্ডে চারদিন করে ওয়ার্ডেস্থিত নালা-নার্দমা্যা থেকে মাটি ও আর্বজনা উত্তোলন করা হবে। এ কার্যক্রম প্রথম দিনে শুরু হয় ৫টি ওয়ার্ড থেকে। ওয়ার্ডগুলোর মধ্যে রয়েছে দেওয়ান বাজার,জামালখান,আন্দরকিল্লাহ,উত্তর পতেঙ্গা ও দক্ষিণ পতেঙ্গা । এই ওয়ার্ড সমুহ থেকে গত তিনদিনে ৬৭০ টন মাটি ও আর্বজানা

উত্তোলন করে চসিক। উত্তোলিত বর্জ্যের মধ্যে আবাসিক বর্জ্য,মাটি,পলিথিনসহ নানাধরণের আর্বজনা রয়েছে। এছাড়া নালায় রয়েছে ওয়াসা ও গ্যাস লেইন সহ অন্যান্য সেবা সংস্থার লেইন। এসব লেইনে পলিথিনসহ অন্যান্য বর্জ্য আটকে থাকায় নগরীতে জলবদ্ধতা সৃষ্ঠির অন্যতম কারণ। ১৫ মার্চ শুক্রবার থেকে শুরু হয় আরো ৫টি ওয়ার্ডে। ওয়ার্ড গুলো মধ্যে রয়েছে পশ্চিম ষোলশহর,ষোলকবহর,বাগমনিরাম,উত্তর আগ্রাবাদ ও দক্ষিণ হালিশহর। এই ওয়ার্ড সমুহ থেকে মাটি ও আর্বজনা ্উত্তোলন করা হয় ৮৮৫টন। ফলে মাটি উত্তোলন কর্মসুচি উদ্বোধন থেকে আজ ১৮ মার্চ পর্যন্ত ১০টি ওয়ার্ড থেকে ১৫৫৫ টন মাটি উত্তোলন করে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। আগামী কাল ১৯ মার্চ থেকে ২২ মার্চ পর্যন্ত মাটি উত্তোলন কর্মসুচি চলবে। ওয়ার্ড গুলোর মধ্যে পশ্চিম বাকলিয়া,দক্ষিণ বাকলিয়া,গোসাইলডাঙ্গা,হালিশহর ও দক্ষিণ মাধ্যম হালিশহর রয়েছে। মেয়র নগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনে গৃহীত তাঁর কর্মসূচীর কথা উল্লেখ করে বলেন নগরীর জলাবদ্ধতা আমাদের সৃষ্টি। প্রতিনিয়ত আমরা আমাদের গৃহস্থালী ময়লা আর্বজনা খাল, নালা-নর্দমায় ফেলে থাকি। এমনকি খালের পাড়ে অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করে থাকি। এ সমস্ড় কাজের কারণে নগরীর পানি চলাচলে বাধাগ্রস্থ হয় এবং জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। তাই মেয়র নগরীর খালের পাড়ে, নালা - নর্দমার উপর যে সকল অবৈধ স্থাপনা রয়েছে, তা নিজ উদ্যোগে সরিয়ে নেয়ার আহবান জানান এবং খাল ও নালা নর্দমায় ময়লা আর্বজনা না ফেলার অনুরোধ করেন।

বঙ্গবন্ধু জন্মদিনে সংবর্ধনা,শিক্ষার্থী সমাবেশ,বঙ্গবন্ধুর জীবনী বই এর মোড়ক উম্মোচন এবং বঙ্গবন্ধুকে জানো শীর্ষক আলোচনা, বঙ্গবন্ধুর বই বিতরণ অনুষ্ঠানে– সিটি মেয়র

চট্টগ্রাম -১৮ মার্চ -২০১৯ ইংরেজী

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেছেন দেশের জন্য, জাতির জন্য, দেশের মানুষের জন্য বঙ্গবন্ধু সব সময় আপসহীন ছিলেন। এদেশের কিছু কুচক্রী চক্রান্ত করে তাঁর স্বাধীন দেশের মাটিতেই জীবন দিতে হয়েছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের এই মহান নেতাকে। তিনি বলেন বঙ্গবন্ধু বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক। তার নিকট মানুষের ধর্মীয় বিভাজন ছিলনা। তিনি ছিলেন মানবতাবাদি। মেয়র বলেন বঙ্গবন্ধু জনগণের স্বার্থ,দেশের স্বার্থকে একাত্ম করেই আন্দোলন পরিচালনা করতেন । তিনি বলেন জাতির পিতার স্বপ্ন শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যত এবং সুখি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে দলমত নির্বিশেষে সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। আজ ১৮ মার্চ সোমবার, দুপুরে নগরীর সিটি কর্পোরেশন মিউনিসিপ্যাল মডেল স্কুল ও কলেজ মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধু জন্মদিনে সংবর্ধনা,শিক্ষার্থী সমাবেশ,বঙ্গবন্ধুর জীবনী বই এর মোড়ক উম্মোচন এবং বঙ্গবন্ধুকে জানো শীর্ষক আলোচনা, বঙ্গবন্ধুর বই বিতরণ ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মেয়র এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সভাপতি আলহাজ্ব আলী আব্বাস, সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী ফরিদ এবং চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবি সমিতির সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট মোহাম্মদ আয়ুব খানকে বঙ্গবন্ধু স্মারক সম্মাননা প্রদান করা হয়। চসিক মিউনিসিপ্যাল মডেল স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ সাহেদুল কবির এর সভাপতিত্বে এবং বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা স্মৃতি পরিষদ এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারন সম্পাদক মো. আবদুর রহিম এর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত বঙ্গবন্ধুর শততম জন্মদিনের অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মাহতাব উদ্দিন চৌধুরী। এতে বিশেষ অথিতি ছিলেন প্যানেল মেয়র ও মহানগর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক চৌধুরী হাসান মাহমুদ হাসনী, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের প্রেসিডিয়াম মেম্বার সৈয়দ মাহমুদুল হক, কাউন্সিলর হাসান মুরাদ বিপ্লব, চসিক প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা সুমন বড়ুয়া। অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন ডা. জামাল উদ্দিন, এম নুরুল হুদা চৌধুরী, নুর আহমদ চৌধুরী, হারুনুর রশিদ, মো. সফিকুর রহমান, সুরেষ দাশ, মহানগর ছাত্রলীগের সদস্য ওমর ফারুক সুমন, সাদ্দাম হোসেন চৌধুরী, মো. আলাউদ্দিন জুয়েল অনুষ্ঠানের উদ্বোধক চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামীলীগের সভাপতি মাহতাব উদ্দিন চৌধুরী বলেন রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধু ছিলেন নীতি ও আদর্শের প্রতীক। দেশ ও জনগণের কল্যাণ ও অধিকার আদায়ে জীবনভর সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি আমাদের প্রেরণার উৎস। বঙ্গবন্ধু প্রজন্ম পরম্পরায় সাহসী,ত্যাগী ও আদর্শবাদী নেতৃত্ব। মাহতাব বলেন এদেশের শিশুদের জ্ঞান-গরিমা, শিক্ষা-দীক্ষা,সততা, দেশপ্রেম ও নিষ্ঠাবোধ জাগ্রত করার মাধ্যমে প্রকৃত মানুষ হিসেবে বঙ্গন্ধুর আদর্শে গড়ে তুলতে হবে।

সংবাদদাতা

রফিকুল ইসলাম

জনসংযোগ কর্মকর্তা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন